লকের মতানুসারে প্রাকৃতিক নিয়ম

লক্‌ও হবসের মতো প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে একই মত পোষণ করেন।অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষ কি কোনো নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ ? লক্‌ মনে করেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট প্রদত্ত নিয়ম মানুষের প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। প্রাকৃতিক নিয়ম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে লক্‌ ঈশ্বরের ভূমিকার কথা বলেছেন।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে,কেন মানুষ তার স্বাধীনতা ত্যাগ করবে এবং অন্য কারো শাসন মানবে যেখানে সে তার সম্পত্তির মালিক ও প্রকৃতির রাজ্যে তারা একে অপরের সমান ? লক্‌ এর উত্তরে বলেন,প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের সবরকম অধিকার আছে। সকল মানুষই রাজা,স্বাধীন ও প্রত্যেকের সাথে সমান।এই অধিকার মানুষকে অনিরাপদ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে ও সমাজে বাঁচতে সাহায্য করে।

লকের মতে, চরম কর্তব্য ও অধিকার গঠনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি ঈশ্বরে নিহিত। অতিপ্রাকৃতিক শক্তি,যেমন-ঈশ্বরের ইচ্ছা, এই ইচ্ছার মাধ্যমে প্রাকৃতিক নিয়মকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রকৃতির নিয়মের আলোকে উপলব্ধি করা যায়।

কেননা- লকের মতে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যুক্তি বা বুদ্ধির মাধ্যমে গঠন করা যায় না, কেবলমাত্র আবিষ্কার করা যায়।অন্যভাবে বলা যায়,যুক্তি প্রাকৃতিক নিয়মকে ব্যাখ্যাও করতে পারে না, গঠনও করতে পারে না।এদিক থেকে লক্‌ নিয়মের সাথে অধিকারের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।অধিকার আমাদের স্বাধীনতাকে নির্দেশ করে।নিয়ম কোনো কাজ করার জন্য অথবা কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য আমাদের আদেশ করে। এইভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম বলতে যা বোঝায়,নিয়ন বলতেও তাই বোঝায়।

লক্ ঈশ্বরের ধারণা থেকে প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্ভব স্বীকার করেছেন,যেহেতু ঈশ্বর কোনো লক্ষ্য ছাড়া প্রকৃতি সৃষ্টি করেননি।এর থেকে প্রমাণিত হয় যে,ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করেছেন,তখন তার অস্তিত্বও আনিবার্য করেছেন।।সুতরাং, ঈশ্বর, যিনি মানুষের অস্তিত্ব নির্ধারণ করেছেন,তিনি অবশ্যই মানুষের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছেন,যা মানুষের সহায়ক হবে।মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল বস্তু ও পৃথিবীকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। অতএব, জগতের সকল বস্তুর প্রতি মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার আছে।জগতের সমস্ত বস্তুর স্রষ্টারূপে, ঈশ্বর জগৎ ও প্রাণীর একমাত্র অধিপতি।মানুষও ঈশ্বরের সম্পত্তি। ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতা ব্যবহারের অধিকার মানুষের আছে।প্রকৃতিও ঈশ্বরের সম্পত্তি। ঈশ্বরের এই সম্পত্তিকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে মানুষের সংরক্ষণ করা উচিৎ এবং সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য মানুষের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।

একই যুক্তিতে মানুষের জীবনও ঈশ্বরের সম্পত্তি এবং এই একমাত্র সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার যেহেতু মানুষের আছে,তাই মানুষের আত্মহত্যার কোনো অধিকার নেই। এই প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে অন্যান্য সকল প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্ভব হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মের চরমতা ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা নির্ধারিত।প্রাকৃতিক নিয়মের কার্যকারিতা এই যে- কোন্ কর্ম করতে হবে এবং কোন্ কর্ম করা যাবে না -তার নির্ধারণ। এদিক থেকে, প্রাকৃতিক নিয়ম সবার ক্ষেত্রেই একরকম।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম যদি যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে সকলে কেন সেই নিয়ম সম্পর্কে অবহিত নয় ? লক্ এর উত্তরে বলেন যে, সকল মানুষ যুক্তিকে ব্যবহার করে না।যেমন- চক্ষু উন্মীলিত না

করলে সূর্যের আলো তার কাছে প্রকাশিত হয় না,ফলে সে তার যাত্রাপথও প্রস্তুত করতে পারে না।

এমন কতগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে,যেগুলি সম্পর্কে সকলে অবহিত নয়।কেননা-মানুষের বিবেক আছে।একটি ক্ষতিকর কর্ম করার পর কেউই নিজের অভ্যন্তরের দায়িত্বকে অবহেলা করতে পারে না,যেহেতু তার বিবেক আছে।এটিই প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে।

প্রাকৃতিক নিয়ম কোনো লিখিত নিয়ম নয়।তার মানে এই নয় যে, তার কোনো অস্তিত্ব নেই।প্রকৃতির আশেপাশে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সমস্ত প্রাণী তাদের অস্তিত্বের অপরিবর্তিত নিয়ম মেনে চলে,যে নিয়মগুলি তাদের প্রকৃতির পক্ষে উপযুক্ত।

প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্বের পক্ষে আরেকটি যুক্তি হলো এই যে-মানুষ সমাজবদ্ধ জীব।যদি কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম না থাকতো,তাহলে মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গঠনের কোনো ভিত্তি থাকতো না।

শেষোতঃ বলা যায়-প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই।কারণ- প্রাকৃতিক নিয়ম ভালো হলে কোনো পুরস্কার, বা খারাপ হলে কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না। এখানে হবস ও লক্ দুজনেই একমত যে- যদি এখানে এ ধরনের ০কোনো নিয়ম না থাকে, তাহলে কোনো অপরাধ হয় না।

আগেই বলা হয়েছে,নিয়মের জ্ঞান প্রকৃতির আলোকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।প্রকৃতি সেই সমস্ত ক্ষমতাকে প্রদান করে, যা অনিবার্যভাবে নির্দেশ করে না যে-প্রত্যেকেই প্রকৃতির সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারে।লকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ যুক্তিসহকারে কর্ম করে না,কিন্তু তারা অন্য

নিয়ম,মতামত ও পরামর্শের মাধ্যমে কর্ম করে। মানুষ এমতাবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে প্রকৃতির আলোকে উপলব্ধি করতে পারে না।

লক্ বলেন, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের প্রাকৃতিক নিয়মের সীমাবদ্ধতার মধ্যে কর্ম করার স্বাধীনতা আছে।সেক্ষেত্রে মানুষের কারো অনুমোদনের দরকার হয় না এবং অন্যের ইচ্ছাকে মান্যতা দেওয়ারও দরকার হয় না। তবে মানুষকে নিজের সুরক্ষার জন্য অন্যকে সমূলে উৎপাটন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় না।

বুদ্ধি হলো মানুষের অনিবার্য প্রকৃতি, যা কেবলমাত্র মানুষের আছে। প্রকৃতিগতভাবে,নিজের নিরাপদ অধিকার এবং স্বাধীন ও সুস্থ জীবনযাপনের অধিকার আছে।মানুষ তার বুদ্ধির পথপ্রদর্শনের দ্বারা জ্ঞান অর্জন করে। কিন্তু এই কথাটি তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে সব মানুষেরা বুদ্ধি দিয়ে কর্ম করে।মানুষের শাস্তির পরিমাণও যুক্তি ও বিবেকের আলোকে নির্ধারিত হয়।

.....

Aparajita Kundu

Department of Philosophy